উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী রিভিশন নং ৪৭১/১৯৯৫

মকবুল হোসেন মোড়ল @ মকবুল মোড়ল
--- দন্ডিত আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র
--- প্রতিবাদী।
জনাব মোহাম্মদ হোসেন সঙ্গে
জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, এ্যাডভোকেটদ্বয়
--- দরখাস্তকারী পক্ষে
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার,
ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে
জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ এবং
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ
সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
--- প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানীঃ ২০ ও ২২ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিঃ।

রায় প্রদানঃ ২৭ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিঃ।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম বাতিল (quash) এর নিমিত্তে একটি দরখাস্ত ।

খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ ১ নং আদালতে বিচারাধীন দায়রা মামলা নং-৯৯/১৯৯৪, যাহা ডুমুরিয়া থানার মামলা নং-৩ তারিখঃ ০৬/০৩/১৯৯৩, ধারা ৩০২/২০১/৩৪ দন্ডবিধি হইতে উদ্ভুত; তাহার বিচার কার্যক্রম বাতিল (quash)

এর নিমিত্তে অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে মাননীয় আদালতের একটি দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল জারী করেন;

> "Records of the case be called for and a Rule be issued calling upon the Deputy Commissioner, Khulna to show cause as to why the proceeding against the petitioner in Sessions Case No. 99 of 94 arising out of Dumuria Police Station Case No. 3 dated 6.3.1993 corresponding to G.R. Case No. 11 of 1993 now pending in the Court of Additional Sessions Judge Court No.1 Khulna should not be quashed and or to pass such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.
>
> This Rule is made returnable within 8(eight) weeks from date.
>
> Pending hearing of the Rule, Let all further proceeding in sessions case No. 99 of 94 arising out of Dumuria Police Station Case No. 3 dated 6.3.1993 corresponding to G.R. Case No. 11 of 1993, Khulna be stayed so far it relates to the petitioner."

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, জনৈক মোঃ বাবর আলী খা অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত প্রসঙ্গে এই মর্মে তালা থানায় একটি দরখাস্ত করেন যে, তাহার ছেলে মোঃ আজিজুল ইসলাম একটি মামলায় ফেরারী আসামী হওয়ার কারণে প্রায় ২ বৎসর যাবৎ পালিয়ে থাকত এবং মাঝে মধ্যে বাড়ী

এসে বলতো সে ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত মিকসিমিল গ্রামে মকবুল সরদার পিতা আকুব আলী সরদার এর বাড়ীতে থাকে। গত ২৩/১১/১৯৯২ তাং বেলা আনুমানিক ১০.০০ টার সময় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এসে তাহার বাড়ীতে সংবাদ দেয় আজিজুল ইসলাম মাছের ঘের চৌকি দিতে গিয়েছিল সেখানে মারা গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া তিনি এবং তাহার পরিবারের লোকেরা ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত মকবুল সরদার এর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার ছেলে মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে।

প্রকাশ থাকে যে, বাড়ীর মালিক এবং স্থানীয় মেম্বর এবং সহযোগীরা তাহার কাছে থেকে জোর পূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় এবং লাশকে জোর পূর্বক তাহার কাছে ফেরত দেয়। তিনি এ ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিতে চাইলে তাহাকে ভয়ভীতি দেখায়। এমতাবস্থায়, আকুল আবেদন এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক তদন্ত করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে একান্ত মর্জি হয়।"

উপরোক্ত দরখাস্তের ভিত্তিতে তালা থানা কর্তৃক লাশের ময়না তদন্তের পদক্ষেপ নেন এবং যেহেতু ঘটনাস্থল ডুমুরিয়া থানার আঞ্চলিক এখতিয়ারে সেহেতু উক্ত দরখাস্তখানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডুমুরিয়া থানা, জেলা খুলনায় প্রেরণ করেন, থানা কর্তৃপক্ষ উক্ত দরখাস্তের উপর কোন পদক্ষেপ না নিলে এবং এজাহারকারী ডাক্তারী রিপোর্ট প্রকাশের পর এবং আসামীদের আচরণে তাহার ছেলের মৃত্যু পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্র মূলকভাবে সংঘটিত হইয়াছে মর্মে সন্দেহ হইলে অভিযোগকারী ডুমুরিয়া থানায় ০৬/০৩/১৯৯৩ তাং রাত্র ০৯.১৫ মিনিট সময় হাজির হইয়া মৌখিক এজাহার করেন, যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহার ছেলে আজিজুল খা বয়স অনুমান ২৫ বৎসর সে তাহাদের গ্রামের আসামী

মকবুল মোড়লের বাড়ীতে মাহিনায় (মাসিক বেতনে) থাকিত। সেখানে থাকাকালীন তাহার মেঝ মেয়ে নিলুফা ইয়াসমিন বয়স অনুমান ১৯ বৎসর তাহার ছেলে আজিজুলকে ভালবাসিয়া তাহার সাথে ইং ১৭/০৩/১৯৯৩ তাং মিকসিমিল গ্রামের মকবুল হোসেন সরদারের বাড়ীতে পালাইয়া আসে। মকবুল সরদার তাদের বিয়ের কাবিন ও নোটারী পাবলিক অফিসে এফিডেভিট করাইয়া তাহার বাড়ীতে মাহিনার লোক হিসাবে রাখিয়া দেয়। কিছু দিন পর আসামী মকবুল মোড়ল ও মোফাজ্জেল হক মিকসিমিল গ্রামের আসামী মকবুল সরদার এর বাড়ীতে যাইয়া নিলুফাকে নিয়া আসে, তাহার ছেলে আজিজুল মকবুল সরদারের বাড়ীতে অনুমান ২ বৎসর যাবত ছিল। তাকে কোন টাকা পয়সা দিত না। তার কাছ থেকে আসামী রাজু সরদার ৫০০০/- টাকা নেয়। নিলুফার পিতা আসামী মকবুল মোড়ল বিয়েতে রাজী ছিল না। নিলুফা তাহার ছেলে আজিজুল ছাড়া আর কাহাকেও বিয়ে করিতে রাজী হয় না। ২৩/১১/১৯৯৩ তাং বেলা অনুমান ১১.০০ টার সময় তাহাদের গ্রামের পাগল সরদারের ছেলে কুচু সরদার তাহাকে সংবাদ দেয় তাহার ছেলে আজিজুল আছে কি নাই, তখন তিনি, তাহার স্ত্রী ছবি, মেয়ে রওশন আরা ও তাহাদের গ্রামের বজলু সরদার, নজরুল মোড়ল, আমজেদ মোড়ল, পাগল সরদারদের সাথে নিয়া ডুমুরিয়া থানাধীন মিকসিমিল গ্রামের আসামী মকবুল সরদারের বাড়ীতে যাইয়া তাহার ছেলে আজিজুলের লাশ তাদের বাড়ীর উত্তর পোতা টিনের ঘরের বারান্দায় দেখেন এবং তাহার দুই কান হইতে এবং নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন তিনি মকবুল সরদার ও তাদের বাড়ীর লোকজনকে তাহার ছেলে আজিজুলের মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আসামী মকবুল সরদার বলে যে, তার ছোট ভাই আসামী রাজু সরদারের

সাথে রাত্রে তাদের মাদ্রাসার লিজ ঘেরে পাহারায় ছিল, বেলা ৮/৯ টার সময় লিজ ঘেরের পাহারা ঘরের মধ্যে আজিজুলকে মৃত অবস্থায় দেখিয়া আজিজুলের লাশ বাড়ীতে নিয়ে আসে, কিভাবে মারা গিয়াছে তাহা না বলিয়া তাহাদের কাছ থেকে আসামী মকবুল সরদার একটি সাদা কাগজে টিপ সহি লইয়া তিনটি ভ্যান ভাড়া করিয়া তাহার ছেলে আজিজুলের লাশ সহ তালা থানাথীন তাহার গ্রামে পাঠাইয়া দেয় এবং বলে যে তোমরা ডুমুরিয়া থানায় যাইবে না গেলে অসুবিধা হইবে। তাহার ছেলে আজিজুলের লাশের কান ও নাক দিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় লাশ বাড়ীতে রাখিয়া তালা থানায় যাইয়া পুলিশকে সংবাদ দেন, থানা হইতে পুলিশ আসিয়া মৃত আজিজুলের লাশের ২ কান, নাক দিয়া রক্ত পড়িতে দেখে এবং লাশের শরীরে জখম দেখিয়া ময়না তদন্তের জন্য লাশ সাতক্ষীরা মর্গে প্রেরণ করে। কিছু দিন পর আসামী মকবুল মোড়ল তাহাকে সে নিজে অন্য লোক দিয়া ২০,০০০/- টাকা দিবে কেস করিতে নিষেধ করে এবং আসামী মকবুল হোসেন সরদার ১টি ভ্যান গাড়ী দিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়া কেস করিতে নিষেধ করে। তাহার ছেলে আজিজুল খা আসামী মকবুল মোড়লের মেঝ মেয়ে নিলুফাকে বিয়ে করায় আসামী মকবুল মোড়ল রাগান্বিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া ষড়যন্ত্র মূলকভাবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটনার দিন ইংরেজী ২২/১১/১৯৯২ তাং দিবাগত রাত্রে যে কোন সময় আসামী (১) মকবুল হোসেন মোড়ল (২) মোজাম্মেল হক (৩) মকবুল হোসেন সরদার (৪) রাজু সরদার আরো অজ্ঞাত ১০/১২ জনসহ আজিজুল খাকে গলা চাপিয়া খুন করিয়া মৎস্য ঘেরের ঘরে রাখিয়া দেয় এবং পরে বাড়ীতে নিয়া আসে তাহার ছেলে আজিজুলের খুনের ঘটনা গোপন করার জন্য তাহার নিকট

হইতে জোর করিয়া সাদা কাগজে টিপ সই লয়, ছেলে আজিজুল খার খুন হওয়ার সমস্ত ঘটনা জানিয়া ও আজিজুলের লাশের ডাক্তার ময়না তদন্তের রিপোর্টে মতামত দেন যে, আজিজুলকে গলা চাপিয়া হত্যা করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিত হন তাহার ছেলে আজিজুল খাকে ঘটনার দিন রাত্রে উক্ত আসামীরা পূর্ব পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে খুন করিয়াছে।

অতঃপর উক্ত এজাহার এর ভিত্তিতে ডুমুরিয়া থানায় মামলা নং-৩, তারিখ ০৬/০৩/১৯৯৩ ধারা ৩০২/২০১/৩৪ দন্ডবিধি রুজু হয়।

অতঃপর ডুমুরিয়া থানার এস,আই, জনাব আকিবুর রহমান তদন্ত সাপেক্ষে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রমানিত না হওয়ায় (১) মকবুল মোড়ল (দরখাস্তকারী) (২) মোজ্জাম্মেল হক এজাহার নামীয় আসামীসহ অন্য একজন আনোয়ার মোল্লাকে অব্যাহতির আবেদনসহ অন্য নয় জনের বিরুদ্ধে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার অভিযোগ পত্র নং ২৭ তারিখ ২৬/০৭/১৯৯৩ ধারা ৩০২/২০১/৩৪ দন্ডবিধি।

অতঃপর নালিশী ম্যাজিস্ট্রে 'খ' অঞ্চল, খুলনা এজাহারকারীর নারাজির আবেদনের ভিত্তিতে ২৯/০১/১৯৯৪ তারিখে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশের ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ সুপার তদন্ত পূর্বক পূর্বের তদন্ত প্রতিবেদন সমর্থন করিয়া পূর্বের তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে পূর্বের অভিযোগ পত্রের বর্ণিত আসামীদের বিচারের ব্যবস্থার নিবেদন করেন।

কিন্তু নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট 'খ' অঞ্চল খুলনা তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন গ্রহণ না করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারায় ২৮/০৫/১৯৯৪ ইং তারিখে অভিযোগটি অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আমলে নেন। অতঃপর অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী দায়রা জজ আদালতে ৩১/০৭/১৯৯৪ তারিখে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন এবং পরবর্তীতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ হইতে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় মামলার দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন করিলে বিজ্ঞ দায়রা জজ, খুলনা ২১/০১/১৯৯৫ ইং তারিখে তাহা খারিজ করেন।

অতঃপর উক্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী অত্র দরখাস্ত দায়ের করিয়া রুলটি হাছিল করিয়াছেন এবং বর্ণিত মামলার কার্যক্রম শুধুমাত্র যদিও অভিযুক্ত-দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে স্থগিতের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু নিম্ন আদালতের নথি তলব করার ফলে সকল কার্যক্রম স্থগিত রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারী একই বিষয়ে একই এ্যানেক্সার দিয়া অন্য একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আদালতের সমীপে উপস্থাপন (move) করেন নাই যাহা নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ বদিউজ্জামান সঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ হোসেন রুলের সমর্থনে নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে অপরাধের কোন অভিযোগ এজাহারে সম্পৃক্ত নাই বিধায় তদন্তকারী কর্মকর্তা দরখাস্তকারীসহ আরো

দুই জনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান পূর্বক তাহাদেরকে অব্যাহতির প্রার্থনাসহ অন্য নয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন কিন্তু নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পুলিশ প্রতিবেদন গ্রহণ না করিয়া পুলিশের আরো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করিলে পুলিশের একজন সহকারী পুলিশ সুপার পুনঃতদন্ত পূর্বক একই প্রতিবেদন দাখিল করেন কিন্তু নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট উভয় তদন্ত প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দরখাস্তকারী ও অন্য একজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারার বিধান মতে দন্ডবিধির ৩০২/২০১ ও ৩৪ ধারার অভিযোগ আমলে নেন, যাহা আইনের বিধানের পরিপন্থী এবং অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি বিজ্ঞ নালিশী আদালত পুলিশ প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কোন অভিযোগ আমলে নিতে চাহেন তবে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)বি ধারায় তাহা পারেন কিন্তু ১৯০(১) ধারায় নহে কিন্তু বিজ্ঞ নালিশী আদালত পুলিশ প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারায় অভিযোগ আমলে নিয়াছেন। যাহা নালিশী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এবং আইনের পরিপন্থী ও অপপ্রয়োগসহ আদালতের মূল্যবান সময় অপচয় বিধায় বিচার কার্যক্রম বাতিল (Quash) যোগ্য। এই ক্ষেত্রে তিনি ৩৬ডিএলআর(এডি)৫৯, আবদুস সালাম মাস্টার ওরফে সালাম এবং অন্য একজন-বনাম-রাষ্ট্র মামলার নজির উল্লেখ করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Magistrate not bound to accept the police final report and discharge the accused. If from statements on record, the Magistrate finds materials to warrant prosecution, he may take

cognizance of the offence under clause (b) and not under clause (c) of S. 190(1)."

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, এজাহার দায়ের করা হইয়াছে ১০৬ দিন পর, এজাহারে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংগঠনের সম্পৃক্ততার আভাস নাই; যাহা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়া মূল্যায়ন করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞ দায়রা জজের উচিৎ ছিল দরখাস্তকারীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া, এক্ষেত্রে দরখাস্তকারী যদি অব্যাহতির দরখাস্ত নাও দেন তবে অভিযোগ গঠনের পূর্বে ফৌজাদারী কার্যবিধির ২৬৫সি এবং ২৬৫ডি ধারার বিষয়গুলি দায়িত্ব নিয়া বিবেচনা করিয়া অভিযোগ গঠন করা, এজাহারে আসামীর নাম থাকিলেও শুধু যান্ত্রিকভাবে অভিযোগ গঠন করা সমীচীন নহে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৫০ ডি,এল,আর ১০৩, ১৯বি,এল,ডি(এডি) ২০, ১৭ বি,এল,ডি(এডি)৪৪ মামলার গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৫০ ডি,এল,আর ১০৩ পৃষ্ঠা, নজরুল ইসলাম-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

"আসামী পক্ষ থেকে মামলা অব্যাহতি দেয়ার জন্যে কোন দরখাস্ত দেয়া হোক বা না হোক আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হবে কিনা সে সম্পর্কে ২৬৫ সি ও ২৬৫ ডি ধারার বিধান অনুযায়ী দায়রা আদালত তথা যে কোন ট্রাইব্যুনালের দায়ীত্ব হচ্ছে উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং পক্ষদের বক্তব্য শুনে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। শুধুমাত্র এজাহারে নাম উল্লেখ থাকলে এবং আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল

করলে বা অভিযোগের দরখাস্তে আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেই তার বিরুদ্ধে যান্ত্রিক ভাবে অভিযোগ গঠন করা সমিচীন নয়"। ১৯ বি,এল,ডি (এডি) ২০, লতিফা আখতার-বনাম-রাষ্ট্র গং মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

"It is now well-settled that the High Court Division has the inherent power to pass any necessary order to prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice. In several pronouncements both the High court Division and the Appellate Division had clearly laid down the law with regard to quashing of the proceeding.

Section 265C in Chapter XXIII speaks of discharge of an accused in a trial before Court of Sessions, section 241A in Chapter XX speaks of discharge of an accused in a trial by a Magistrate. These are two independent sections of the Code which deal with discharge of an accused brought for trial in respect of cases triable by a Court of Sessions and by a Court of Magistrate. These two sections indicate that when an accused in brought for trial before a court of law the court upon hearing the parties and on consideration of the record of the case and the documents may discharge the accused. These two sections having nothing to do with quashing of a proceeding. Section 561A is an independent inherent power of the High Court

Division and this power can be exercised in case of abuse of process of court and for securing the ends of justice and or to give effect to any order under the Code".

১৭ বি,এল,ডি (এডি) ৪৪, আলী আক্কাছ-বনাম-ইনায়েত হোসেন গং মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

(1).....
(2).....
(3) Where there is a legal bar against the initiation or continuation of the proceeding.
(4) In a case where the allegations in the F.I.R. or the petition of complaint, even if taken at their face value and accepted in their entirety, do not constitute the offence alleged.
(5) .....

সর্বোপরি তিনি নিবেদন করেন যে, উপরোক্ত নজিরগুলির আলোকে ইহা সুমীমাংসিত সিদ্ধান্ত যে, যদি এজাহার, অভিযোগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কথিত অপরাধ সংগঠনের কোন প্রাথমিক সত্যতা নাই সে ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী অব্যাহতি দরখাস্ত দিক বা না দিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে আইনের অপপ্রয়োগ এবং আদালতের মূল্যবান সময় অপচয় রোধকল্পে কথিত আসামীকে অভিযোগ গঠনের পূর্বে মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কিন্তু নিম্ন আদালত তাহা করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়া

দরখাস্তকারীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন বিধায় উল্লেখিত মামলার বিচার কার্যক্রম দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে বাতিল (Quash) যোগ্য।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোশারফ হোসেন সরদার সঙ্গে সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব গাজী মামুনুর রশিদ ও জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান রুলের বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, ইহা একটি নৃশংস হত্যাকান্ড দরখাস্তকারী এজাহার নামীয় ১নং আসামী তাহার বিরুদ্ধে এজাহারে সুস্পষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীর কথিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া পুনঃতদন্তের প্রতিবেদনের পর আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তৎপর ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতির আবেদন দাখিল করিলে তাহা খারিজ হইয়াছে এবং মামলাটিতে ১নং সাক্ষী হিসাবে এজাহারকারীর জবানবন্দি শেষে এই দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে জেরা ও করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় দরখাস্ত বিবেচনার কোন সুযোগ নাই বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র রুলটি খারিজ হওয়া আইনানুগ ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্যের সারমর্ম হইতেছে, নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার পুলিশ প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আরো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করিলে উক্ত পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সত্যতা প্রমানিত না হওয়ায় পূর্বের প্রতিবেদন অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারায় অভিযোগ

আমলে নিয়া আইন বহির্ভূত কার্য করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ খুলনা, দরখাস্তকারীর ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার দরখাস্ত যথাযথ মূল্যায়ন করিয়া সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হইয়া দরখাস্তকারীসহ অপর আসামীদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকভাবে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

নথি পত্র পর্যালোচনা দেখা যায়, এজাহারকারীর ছেলের ভিকটিম মোঃ আজিজুল হকের ২২/১১/১৯৯২ ইং দিবাগত রাতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে মর্মে তালা থানায় একটি জিডি হয়, যাহার নং-৬৩৬ তারিখ ২৪/১১/১৯৯২ যেখানে উল্লেখ আছে বাড়ীর মালিক এবং স্থানীয় মেম্বর এবং সহযোগীরা এজাহারকারীর নিকট হইতে জোর পূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া নেয় এবং লাশকে জোর পূর্বক তাহার কাছে ফেরৎ দেয়। তিনি এ ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিতে চাইলে তাহাকে ভয়ভীতি দেখায় এবং এ সংক্রান্তে তদন্ত করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ জানায়।

অতঃপর যেহেতু ঘটনাটি ডুমুরিয়া থানার আঞ্চলিক এখতিয়ারে উল্লেখিত বাড়ীর মালিক মকবুল হোসেন এর মাছের ঘেরে সংঘটিত হইয়াছে সেহেতু ভিকটিমের লাশের ময়না তদন্তের জন্য সাতক্ষীরা হাসপাতালে প্রেরণ পূর্বক জিডিটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডুমুরিয়া থানায় পাঠানো হয়। ইত্যাবসরে ময়না তদন্তে প্রকাশ পায় ভিকটিমকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এই তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর দরখাস্তকারী এজাহারকারীকে কেস না করার জন্য ২০,০০০/- টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেন, অন্য আসামী মকবুল হোসেন সরদার ১টি ভ্যান গাড়ী

দেওয়ার লোভ দেখায় যাহার পরিপ্রেক্ষিতে এজাহারকারীর বিশ্বাস জন্মায় যে তাহার ছেলেকে খুন করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য আসামীরা পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত। তাই দরখাস্তকারীসহ আরো তিন জনকে আসামী করিয়া ০৬/০৩/১৯৯৩ ইং তারিখে ডুমুরিয়া থানায় যাইয়া মৌখিক অভিযোগ দায়ের করিলে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা উহা লিখিতভাবে গ্রহণ করেন এবং এজাহারকারীকে পড়িয়া শুনান তাহা তাহার কথামত লেখা হইয়াছে মর্মে সত্যতা স্বীকার পূর্বক স্বাক্ষর করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে শুনানীকালে এই অনির্ধারিত বিলম্বের বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায় ঘটনার প্রাসংগিকতা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা বা এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইলে অপরাধী ক্ষমা পাইতে পারেন না যাহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলা তথা পনের আগষ্টের ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা যাহার বিচার শুরু হইয়াছে ঘটনা ঘটার প্রায় দুই যুগ পর। এখানে উল্লেখ্য যে ঘটনার পরের দিন তথা ২৪/১১/১৯৯২ ইং তারিখে তালা থানায় একটি জিডি হইয়াছিল, যাহার উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডুমুরিয়া থানায় প্রেরণ করা হইয়াছিল, ডুমুরিয়া থানার উক্ত জিডির উপর তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিৎ ছিল, কেননা আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে সংবাদ প্রাপ্তির পর পুলিশ কর্মকর্তার তাহা এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা। ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যাহা সুমিমাংসিত সিদ্ধান্ত যে, এজাহার কোন বিশ্বকোষ নহে। ইহা প্রতিটি মামলার শুরু নহে এমনকি শেষ ও নহে। ইহা একটি অভিযোগ মাত্র যাহার মাধ্যমে আইন বা আদেশগতি প্রাপ্ত হয়। ইহা একটি

আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত শুরু করিবার নিমিত্ত মাত্র। তদন্ত কালেই অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ ও ঘটনা জানা যায়। তাই এজাহারকে কোন মামলার প্রথম বা শেষ কথা হিসাবে বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। অধিকন্তু এজাহারকারী কর্তৃক তালা থানায় দাখিলকৃত দরখাস্ত যাহার বিষয়ঃ-অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত প্রসঙ্গে এবং যাহার শেষের অনুচ্ছেদ "প্রকাশ থাকে যে, বাড়ির মালিক এবং স্থানীয় মেম্বার এবং সহযোগীরা আমার কাছ থেকে জোর পূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া নেয় এবং লাশকে জোর পূর্বক আমার কাছে ফেরৎ দেয়ায় আমি এ ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিতে চাইলে আমাকে ভয়ভীতি দেখায়। এমতাবস্থায় আমার আকুল আবেদন এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক তদন্ত করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে একান্ত মর্জি হয়।"

যাহা জিডি হিসাবে তালা থানা গ্রহণ পূর্বক ডুমুরিয়া থানায় তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে ডুমুরিয়া থানা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে তাহার দায় এজাহারকারীর উপর চাপাইয়া বিলম্বের অজুহাত তোলা যায় না কিংবা দরখাস্তকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার দরখাস্তে তাহার কোন সুবিধা পাইতে পারে না।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিবেদন অনুযায়ী নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট পুনঃ তদন্ত প্রতিবেদন উপেক্ষা করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারায় অভিযোগ আমলে নেওয়া আইনের পরিপন্থী। নালিশী ম্যাজিস্ট্রেটের উচিৎ ছিল পরপর দুইটি তদন্ত প্রতিবেদন সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিয়া দরখাস্তকারীকে পুলিশ প্রতিবেদন অনুযায়ী অব্যাহতি দেওয়া। আমরা এখানে নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট এর অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করিব।

এজাহারে যেখানে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ রহিয়াছে এবং স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারীর বাড়ীতে মাইনা করা কাজের লোক থাকাকালে দরখাস্তকারীর মেয়ের সঙ্গে ভিকটিমের একটা সম্পর্ক হয়, যাহা যে কোন পর্যায়ে বিবাহ পর্যন্ত রুপ নেয় এবং দরখাস্তকারীর মেয়ে দুই বৎসর এর মত সময়ে ভিকটিমের সঙ্গে ছিল এবং ভিকটিমের নিকট হইতে দরখাস্তকারীর কন্যাকে উদ্ধার করিতে ৩০,০০০/- টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত, যে ক্ষেত্রে হত্যাকান্ডের কোন চাক্ষুস সাক্ষী নাই এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় কোন আসামীর স্বীকারোক্তিও নাই সেই ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতির সুপারিশকে উপক্ষো করিয়া পুনঃ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করা নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট এর কোন ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়া আইনে স্বীকার করেনা, কেননা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় পুনঃ তদন্তের বিধান রহিয়াছে। এক্ষেত্রে ৩১ডিএলআর(এডি)৭০ বাংলাদেশ-বনাম-ট্যানক্যান হুক মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Before taking cognizance, there is no scope to say that charge sheet will lead to abuse of the process of the court-because the court has ample power to refuse taking cognizance of the offence of the facts disclosed in the police report.
>
> It may be added that after cognizance is taken on the basis of the charge-sheet and on a proper occasion for quashing the proceedings, certainly the High Court shall examine the charge-sheet to ascertain as to whether the allegations made

> therein constitute a criminal offence. But before cognizance is taken by the appropriate Court, there is hardly any scope for saying that charges-sheet would lead to abuse of the process of the Court, because the Court competent to try the case has ample power to refuse taking cognizance of the offence of the facts disclosed in the police report and pass an appropriate order."

নালিশী ম্যাজিস্ট্রেট কেন পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তাহার ২৯/০১/১৯৯৪ আদেশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য তিনি ভিন্ন পাতায় (১০ পৃষ্ঠায়) একটি বহুল যুক্তি নির্ভর প্রতিবেদন দিয়াছেন, যাহার অংশ বিশেষ এখানে সবিশেষ বিশ্লেষণের দাবী রাখে এবং যেখানে পুনঃতদন্তের আদেশে এই মর্মে উল্লেখ থাকে যে, "আরও তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর কারণসহ বিস্তারিত পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান ভিন্ন কাগজে সবিশেষ উদ্ধৃত এবং অত্র নথিতে সন্নিবেশিত হইল। উহার কপিসহ অত্র আদেশনামার কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পুলিশ সুপার খুলনা এর বরাবরে প্রেরণ করা হউক।"

এ ধরনের ভিন্ন পাতায় বিস্তারিত বর্ণনাসহ পুনঃতদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যখন দেখা যায় পুনঃ তদন্তের ক্ষেত্রে নতুন তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পুলিশ সুপার পূর্বের পুলিশ কর্মকর্তার গৃহীত জবানবন্দি ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া এক পাতার একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন যাহা নিম্নরুপঃ "আপনার সদয়

অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত মামলাটি পুনরায় তদন্তকালে মামলার বাদী এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্তকালে নতুন কোন সাক্ষ্য প্রমান বা তথ্য পাওয়া যায় নাই। পূর্বের তদন্তকারী অফিসারের নিকট অত্র মামলার বাদী এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণ যে বক্তব্য দিয়াছেন তাহারা তদন্তকালে একই জবানবন্দি দেওয়ায় তাহাদের বক্তব্য কার্যবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে নতুন করিয়া লিখিলাম না, গত ইং ২৯/০১/৯৪ তারিখে প্রদত্ত আপনার আদেশ নামার অনুলিপিসহ বিস্তারিত পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান যাহা ভিন্ন কাগজে সুবিস্তারের উদ্ধৃত এবং অত্র মামলার নথিতে সন্নিবেশিত তাহা গোচরে আনিয়া তাহার তদন্তকালে প্রাপ্য সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি। অত্র মামলার এজাহারভূক্ত আসামী মকবুল মোড়লের কন্যা নিলুফার ইয়াসমিনকে বাদীর পুত্র আজিজুল খা অপহরণ করিয়াছিল বিধায় মকবুল মোড়ল তালা থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করিয়াছিল। যাহা সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন আছে বলিয়া জানা যায়, আসামী আজিজুল খার হত্যার সহিত জড়িত এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ তদন্তকালে পাওয়া যায় নাই, আসামী মকবুল মোড়ল শত্রুতা বশতঃ তাহার কন্যা নিলুফার ইয়াসমিনের অপহরণকারী আজিজুল খার হত্যার সহিত জড়িত বলিয়া বিজ্ঞ আদালত সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। বিজ্ঞ আদালতের মন্তব্যকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিষয়টি পুনরায় তদন্তকালে আসামী মকবুল মোড়ল ও মোজাম্মেল হকদ্বয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্ট করিয়াছি কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ প্রমাণের স্বপক্ষে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বিধায় অত্র মামলায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা সম্ভব হইতেছে না।

অতএব নিবেদন এই যে, পূর্বের তদন্তকারী অফিসারের দাখিলকৃত অভিযোগ পত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে উক্ত অভিযোগ পত্রে বর্ণিত আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা করিতে মর্জি হয়।"

সে ক্ষেত্রে পুনঃ তদন্ত কর্মকর্তা বিষয়টি অতীব হালকাভাবে নিয়া উল্লেখিত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন বিবেচনায় ম্যাজিস্ট্রেট, নালিশী আদালত 'খ' অঞ্চল খুলনা, ২৮/০৫/১৯৯৪ ইং তারিখে বিস্তারিত আদেশে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে (এ্যানেক্সার-ই) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) ধারায় অভিযোগ আমলে নিয়াছেন। যেখানে শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)(খ) ধারার অভিযোগ আমলে না নিয়া নালিশী আদালত আইনের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে নালিশী আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১) বলিতে সম্পূর্ণ ধারা তথা ১৯০ ধারার আওতায় সকল বিষয়বস্তু বুঝাইয়াছেন, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া (ক)(খ)(গ) কিংবা (২)(৩) স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা না হইলে ধারার গ্রহণযোগ্য অংশটুকুই/উপ-ধারাকেই বুঝাইবে বলিয়া আমরা মনে করি, বিধায় সুস্পষ্টভাবে ভিন্নভাবে বলার কোন আবশ্যকতা নাই। তাই নালিশী আদালত পুলিশ রিপোর্ট বা চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযোগ আমলে নিয়া ভুল করেন নাই, যেখানে উক্ত ধারা উল্লেখ থাকে-

> "**190. Cognizance of offences by Magistrates.-** (1) Except as hereinafter provided any Chief Metropolitan Magistrate, Metropolitan Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Magistrate of the first class, and any other Magistrate specially empowered in this

behalf under sub-section (2) or (3), may take cognizance of any offence ...

(a) .....

(b) .....

(c) upon information received from any person other than a police-officer, or upon his own knowledge or suspicion, that such offence has been committed.

(2) .....

(3) ....."

"কোন ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন অপরাধ আমলে আনিতে পারিবেন (ক) ...(খ) ...(গ) এইরূপ অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া পুলিশ অফিসার ব্যতীত অপর কোন লোকের নিকট হইতে খবর পাইয়া অথবা নিজের জ্ঞানমতে বা সন্দেহ বশতঃ।"

এক্ষেত্রে এই ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের জ্ঞানমতে সন্দেহবশতঃ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়াছে, আর সে ক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সেই জ্ঞানমতে সন্দেহ বশতঃ কোন অভিযোগ এই ধারায় আমলে নেন তবে তাহা নেওয়ার ক্ষমতা আইনের বিধানেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষেত্রে ৩৬ডি,এল,আর, এসসি ৬২, ১৪ডি,এল,আর,এস,সি ৯৬, ৩৫ডি,এল,আর, ১৪০, ৩০ ডি,এল,আর, ৩৪৪ মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"The Magistrate's power of taking cognizance under section 190(1) in all cases, including those excluding triable by a Court of Session, has remained unaffected by the report."

নথি দৃস্টে প্রতীয়মান দরখাস্তকারী নালিশী আদালতের উল্লেখিত অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিরুদ্ধে আইনের বিধান অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া দীর্ঘ দিন পলাতক থাকিয়া ২৫/০৬/১৯৯৪ ইং তারিখে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং পরবর্তীতে মাননীয় হাইকোর্ট হইতে ৩১/০৭/১৯৯৪ ইং তারিখে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন এবং ২১/০১/১৯৯৫ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় অব্যাহতির দরখাস্ত দাখিল করিলে বিজ্ঞ দায়রা জজ, খুলনা তাহা খারিজ করেন। কিন্তু দরখাস্তকারী তাহার উক্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ না করিয়া দীর্ঘ দিন নীরব থাকিয়া ২৩/০৫/১৯৯৫ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় মামলার সকল বিচার কার্যক্রম বাতিল (quash) এর নিমিত্তে অত্র আবেদন দাখিল করিয়াছেন এবং শুধুমাত্র দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ হইলেও নিম্ন আদালতের নথি তলব করার জন্য সম্পূর্ণ মামলার কার্যক্রম স্থগিত হইয়া যায়। আশ্চার্যের বিষয় ইতিমধ্যে এজাহারকারীকে ১নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে ও জেরা করা হইয়াছে। কিন্তু দরখাস্তকারী নিম্ন আদালতে এই বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন নাই বরং ১নং সাক্ষীকে ২৮/০৫/১৯৯৫ ইং তারিখে জেরা করিয়াছেন, যেখানে মামলার কার্যক্রম অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে স্থগিত করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর মামলা দায়ের হওয়ার পর দীর্ঘ দিন পলাতক ছিলেন, এজাহারকারীর না-রাজীর ভিত্তিতে নালিশী আদালত পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা দরখাস্তে উল্লেখ করেন নাই, অধিকন্তু মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিত আদেশ হওয়ার পরও ১নং সাক্ষীকে জেরা করিয়াছেন। স্থগিত

আদেশে শুধুমাত্র দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হইয়াছে, যেখানে নিম্ন আদালতের নথি তলব করার জন্য বিচার কার্যধারা ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি হইতে স্থগিত রহিয়াছে, সেখানে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য দরখাস্তকারী রুল শুনানীর জন্য একটি বারের জন্যও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই, উল্লেখ্য রুলটি শুনানীর জন্য ২১/১১/১৯৯৮ ইং তারিখে প্রস্তুত হইয়াছে। নথি দৃষ্টে দেখা যায় মামলা রুজুকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর ইন্তেকালে নতুন বিজ্ঞ আইনজীবী ১১/০৭/২০০৬ ইং তারিখে নতুন ওকালতনামা দাখিল করিয়াছেন কিন্তু তিনিও এই ৫ বৎসরে রুলটি শুনানীর জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী স্বচ্ছ হস্তে আদালতের স্মরণাপন্ন হন নাই। পরিস্কার মন ন্যায়পরায়ণতা আইনের একটি প্রবচন ন্যায় বিচারের দাবীদারকে পরিস্কার মন নিয়া আদালতে আসিতে হইবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ন্যায় বিচার দাবী করেন তবে তাহার দাবীতে প্রতারণা/মিথ্যাচারে লেশমাত্র থাকিবে না। এক্ষেত্রে ৫৯ ডি,এল,আর, ৩২৫ ভাস্কর চক্রবর্তী-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এখানে গ্রহণীয় সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> ”Admittedly, the petitioner has not approached the inherent jurisdiction of this Court with clean hands as he has not paid the lawful dues of his principal. A person who admittedly has not approached with clean hands to the inherent jurisdiction of this Court is not entiteld to any redress from this Court so long as he remains with unclean hands.”

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেবের উদ্ধৃত নজিরগুলির সঙ্গে আমরা একমত নই।

প্রত্যেকটি মামলায় ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সংঘটিত হয় । ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আপনা আপনাই প্রকাশ পায়, যাহার স্বরুপ নিজেই জানান দেয় যে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বাতিলযোগ্য কিনা? এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ৪০ ডিএলআর(এডি), ৬৯ এর নজির প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The question is whether such proceeding is liable to be quashed. Inherent power has been given "to prevent the abuse of the process of the Court otherwise to secure the ends of justice." In series decisions of the Court and of other Courts, the scope of extent of section 561A Code of Criminal Procedure had been detailed. Whether the proceeding is to be quashed depends upon the facts of the case itself."

দরখাস্তকারীর দাবী এবং মামলার এজাহার, অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রের এই ধরণের বিতর্কিত বিষয় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বিবেচনায় নিয়া অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে কার্যধারা (proceedings) বাতিল করার এখতিয়ার অত্র আদালতকে প্রদান করা হয় নাই, যাহা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের মীমাংসিত প্রতিষ্ঠিত বিধান হিসাবে প্রচলিত ।

যেহেতু ইহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান মতে কার্যক্রম বাতিলের আবেদন সেহেতু সার্বিক বিষয়াদি তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ না থাকায় আমরা বিস্তারিত ব্যাখায় যাইতে বাধাগ্রস্ত এই ক্ষেত্রে ৪৬ ডিএলআর(এডি),৬৭ মোকদ্দমায় গৃহিত সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "The inherent power may be invoked independent of powers conferred by any other provisions of the Code. This power is neither appellate power, nor revisional power nor power of review and it is to be invoked for the limited purposes."

এই বিষয় আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ৩১ ডিএলআর (এডি),৬৯ বাংলাদেশ বনাম ট্যানক্যান হুক মামলার সিদ্ধান্তে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহার অংশ বিশেষ অত্র মামলার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত, তাহা উল্লেখ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

> "Section 561A does not confer a new power upon the High Court. All that this section does is that it declares that such inherent powers as the High Court may possess have not been taken away or abridged by any of the provisions of the Code of Criminal Procedure. The High Court is not given nor did it ever possess, unrestricted and undefined power to make any order, it might be

pleased to consider, was in the interest of Justice. Its inherent powers are much controlled by principle and precedents as are its expressed powers conferred under the statute. The High Court can not exercise its inherent power unless it is absolutely necessary for carrying out the other provisions of the Code or for doing Justice, that is, to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of Justice."

আমরা এজাহারকারীর ২৪/১১/১৯৯২ ইং তারিখের জিডি, ০৬/০৩/১৯৯৩ ইং তারিখের এজাহার, অভিযোগপত্র, নালিশী হাকিমের পুনঃতদন্তের নির্দেশ, অভিযোগ আমলে নেওয়ার আদেশ এবং নথির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করিলাম। নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী মোঃ বাবর আলী খা তাহার ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য "অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত প্রসঙ্গে" বিষয়ে উল্লেখ পূর্বক যে দরখাস্ত তালা থানায় দিয়াছিলেন যাহা তালা থানা জিডি হিসাবে যাহার জিডি নং ৬৩৬ তারিখ ২৪/১১/১৯৯২ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং লাশের ময়না তদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে প্রেরণ পূর্বক মোঃ বাবর আলী খার দরখাস্ত খানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডুমুরিয়া থানায় তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়। যাহার কোন অগ্রগতি না থাকার জন্য এজাহারকারী ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পর, যে রিপোর্ট তাহার ছেলেকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন এবং দরখাস্তকারী এজাহারকারীকে ২০,০০০/-টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন মামলা না

করার জন্য, আর একজন এজাহার নামীয় আসামী মামলা না করার জন্য একটি ভ্যান রিক্সা প্রদানের প্রস্তাব দেন। অধিকন্তু পূর্ব হইতে ভিকটিমের সঙ্গে দরখাস্তকারীর মেয়েকে নিয়া একটি দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে এবং দরখাস্তকারীর মেয়েকে ফেরৎ পাওয়ার জন্য দরখাস্তকারীর ৩০,০০০/- টাকা খরচা হইয়াছে বলিয়া তাহার মেয়ে জবানবন্দি দিয়াছেন। অধিকন্তু এজাহারে উল্লেখ আছে ভিকটিমকে ছাড়া দরখাস্তকারীর মেয়ে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজী নহে। এজাহারকারী ২৪/১১/১৯৯২ ইং তারিখের তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্ত প্রসঙ্গে বিষয় দরখাস্ত যাহা তালা থানার জিডি নং ৬৩৬ হিসাবে এন্ট্রিকৃত তাহার শেষের অনুচ্ছেদ দুইটি যথা "প্রকাশ থাকে যে বাড়ীর মালিক এবং স্থানীয় মেম্বার ও সহযোগীরা আমার কাছ থেকে জোর পূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া নেয় এবং লাশকে জোর পূর্বক আমার কাছে ফেরৎ দেয়। আমি এ ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিতে চাইলে আমাকে ভয়ভীতি দেখায়। এমতাবস্থায়, আমার আকুল আবেদন এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক তদন্ত করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে একান্ত মর্জি হয়" এবং পরবর্তী বিস্তারিত উল্লেখসহ দরখাস্তকারীর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জোরাল বক্তব্য উল্লেখে এজাহারকারী এজাহার দায়ের করেন সে ক্ষেত্রে এজাহারে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতার উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে (prima facie case is made out)।

যেখানে প্রতীয়মান যে, আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উপস্থিত বর্তমান অর্থাৎ prima facie case is made out সেখানে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় ঘটনার সত্যতা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া

মামলার কার্যপ্রনালী (proceedings) বাতিল করার সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে ৪৯ ডিএলআর ২৫৮, ১ বিএলসি (এডি) ১৪০, ৪৫ ডিএরআর(এডি)৪৮ কামরুল ইসলাম (এমডি)-বনাম-আতিকুজ্জামান নজির প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে; ৪৯ ডিএলআর ২৫৮,কামরুল ইসলাম (এমডি)-বনাম-আতিকুজ্জামান

> "Where a prima facie case of criminal offence has been clearly made out, the High Court Division in a proceeding under section 561A Code of Criminal Procedure has little scope to scrutinize the truth or otherwise of any document or other evidence, which may be used as a defence in a criminal proceeding."

১ বিএলসি (এডি) ১৪০

> Upon a plain reading of the petition of complaint it appears that a prima-facie of criminal offence has been clearly made out. In a proceeding upon section 561A code of criminal procedure, the High Court Division has little scope to scrutinize the truth or otherwise of any document or other evidence which may be used as a defence in a criminal proceeding."

৪৫ ডিএলআর (এডি)৪৮, হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ গং-বনাম-রাষ্ট্র

> "In a proceeding under this provision the court should not be drawn in an enquiry as to the truth or otherwise of the facts which are not in the prosecution case."

যে মামলায় এজাহারকারীর জবানবন্দি ১নং সাক্ষী হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে জেরা সমাপ্ত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারা বিচার শেষ প্রায় বা সাক্ষ্য জেরা শুরু হইয়াছে এমন মামলার বিচার কার্যক্রম বাতিল করার সুযোগ হাইকোর্ট বিভাগকে দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে বিচার প্রার্থীদের উপর ৫৬১এ ধারার অন্তরালে অবিচার করা হইবে। এক্ষেত্রে ১৩ এম,এল, আর(এডি) গোলাম সরোয়ার হিরু-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Section 561A Quashment of the proceedings at the stage when trial already began and prosecution witnesses are examined is not permissible."

১৩ এম,এল,আর ২২৪ ইদ্রিস শেখ (মাঃ)-বনাম-রাষ্ট্র এবং ১৪ এম,এল,আর ৯৪ হাবিবুর রহমান মোল্লা-বনাম-রাষ্ট্র মামলায়ও একইরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সার্বিক বিবেচনায় দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী অত্র মামলার কার্যক্রম বাতিল (quash) এর কোন উৎকর্ষতা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই অধিকন্তু তাহাদের উপস্থাপিত নজিরগুলি অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অন্য দিকে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্যে রুলটি খারিজ করার যথেষ্ট যৌক্তিক উৎকর্ষতা

বিদ্যমান রহিয়াছে বিধায় আমরা একমত, সেহেতু রুলটি খারিজ হওয়া ন্যায়সঙ্গত ।

অতএব,

ফলাফল,

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে দরখাস্তকারীর রুলের কোন সারবত্তা (Merit) না থাকার জন্য রুলটি খারিজ করা হইল এবং ইতিপূর্বে প্রদত্ত স্থাপিত আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক বাতিল করা হইল। অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-১, খুলনায় বিচারাধীন দায়রা মামলা নং-৯৯/১৯৯৪, যাহা ডুমুরিয়া থানার মামলা নং-৩ তারিখ ০৬/০৩/১৯৯৩ হইতে উদ্ভূত, যাহার বিচার কার্যক্রম (proceedings) যথাযথ আইন অনুযায়ী চলিবে। নিম্ন আদালত যত দ্রুত সম্ভব মামলাটি নিষ্পত্তি করিবেন।

অতিসত্ত্বর নিম্ন আদালতের নথি ফেরৎ পাঠানো হউক ।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিমঃ

আমি একমত ।